স্মারক নং.................................তারিখ.......................
পেশ করুন
আলোচনা করুন
প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরিত
পরিচালক(প্রশাসন)/অর্থ/পরিকল্পনা/এমসিএইচ-এস/আইইএম
ফিল্ডসার্ভিসেস/সিসিএসডিপি/নিরীক্ষা/এমআইএস/উপ সচিব
সহকারী পরিচালকঃ সমন্বয়/পার্স-১/...
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
শৃঙ্খলা শাখা

স্মারক নম্বরঃ ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০৩২.১৭(অংশ-১)- তারিখঃ /০৭/২০১৯ খ্রি.

বিষয়ঃ জনাব বকুল কুমার রায়, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের ভিত্তিতে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮'-এর বিধি-৩ এর দফা (খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ **(Misconduct)'** **-এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু।**

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি জনাব বকুল কুমার রায়, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট গত ২৫ জুলাই ২০১৮খ্রি: **তারিখে অনুষ্ঠিত জয়পুরহাট জেলার ক্ষেতলাল উপজেলার বড়াইল ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন**-২০১৮ এর ৫নং ভোট কেন্দ্র হিন্দা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ দায়িত্ব পালন করেন।

যেহেতু উক্ত নির্বাচনে আপনি অন্যান্য পদসহ ০৫ নং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য পদের নির্বাচনের ভোট গণনার বিবরণী (ফরম-ঞ-২) ভোট কেন্দ্রে প্রকাশ করেন এবং এর ভিত্তিতে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ফলাফল নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু নির্বাচনের ৪ দিন পর অর্থাৎ ২৯ জুলাই ২০১৮ তারিখে আপনি রিটার্নিং অফিসার বরাবর লিখিত আবেদনে জানান যে, ভোট গ্রহণ শেষে সাধারণ আসনের সদস্য পদের ফলাফলের মৌখিক ঘোষণা এবং লিখিত ফলাফলের মধ্যে ত্রুটি হয়ে যায়। আপনি নির্বাচনের দিন মোরগ মার্কা ৬৬৩টি ভোট ও ফুটবল মার্কা ৬৫৬টি ভোট পেয়েছে মর্মে মৌখিক ঘোষণা প্রদান করেন, যা প্রকৃতপক্ষে সঠিক মর্মে আপনি জানান। কিন্তু ভোট গণনার ফরম লিখার সময় আপনি ভোট গণনার বিবরণী (ফরম-ঞ-২)তে ভুল তথ্য প্রদান করেছেন। অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে মোরগ মার্কা ৬৬৩টি এবং ফুটবল মার্কা ৬৫৬টি ভোট পেয়েছে মর্মে আপনি জানান। কিন্তু আপনি ভোট গণনার বিবরণী (ফরম-ঞ-২)তে মোরগ মার্কা ৬৫৬টি এবং ফুটবল মার্কা ৬৬৩টি ভোট পেয়েছে মর্মে লিপিবদ্ধ করে রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে দাখিল করেছেন;

যেহেতু, আপনি প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে নির্বাচনি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে চরম অবহেলার পরিচয় দিয়েছেন;

যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে আনীত **অভিযোগ নির্বাচন** কমিশন কর্তৃক কৃত প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে এবং যেহেতু আপনার এহেন কার্যকলাপ 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮'-এর বিধি-৩ এর দফা (খ) মোতাবেক **'অসদাচরণ (Misconduct)'** হিসাবে গণ্য এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

সেহেতু, আপনার এহেন কার্যকলাপের জন্য আপনাকে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮'-এর বিধি-৩ এর দফা (খ) মোতাবেক **'অসদাচরণ (Misconduct)'** এর অভিযোগে অভিযুক্ত করা হলো। উক্ত অভিযোগের **দায়ে কেন আপনাকে সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত (Dismissal from Service)** করা হবে না বা উক্ত বিধিমালার **আওতায় অন্য কোন উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে না,** সে সম্পর্কে আত্মপক্ষ সমর্থনে আপনার লিখিত জবাব এ অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। যে সকল অভিযোগের ওপর ভিত্তি করে এ অভিযোগনামা প্রণয়ন করা হয়েছে, তার একটি বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

আত্মপক্ষ সমর্থনে আপনি ব্যক্তিগত শুনানিতে আগ্রহী কি-না, তাও আপনার লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

(শেখ ইউসুফ হারুন)
সচিব

জনাব বকুল কুমার রায়
উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

ডায়েরী নং.....২৫.....তারিখ ২১.০৭.১৯ খ্রিঃ।
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)/ সহকারী পরিচালক (পার্স-১ / পার্স-২/ মনিটরিং/কমন সার্ভিস/পরিবহন/সমন্বয়)/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(পেনশন)/ ডি.পি.এম.(এইচ.আর.এম) / কল্যাণ কর্মকর্তা/প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ অফিস সুপারঃ-১/অফিস সুপারঃ-২/ব্যক্তিগত সহকারী।
পরিচালক (প্রশাসন)

ডায়েরী নং ১৯ তারিখ ১৪/০৭/১৯
সহকারী পরিচালক (পার্স-১/পার্স-২/পার্স-৩/মনিটরিং/কমন সার্ভিস/পরিবহন/সমন্বয়)/(পেনশন)/ডি.পি.এম. (এইচ.আর.এম)/ কল্যাণ কর্মকর্তা/প্রশাসনিক কর্মকর্তা/অফিস সুপারঃ-১/ অফিস সুপারঃ-২/ ব্যক্তিগত সহকারী।

বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভি
২৫ খ) মোতাবেক অস

-২-

স্মারক নম্বরঃ ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.২৭.০২১.১৯- ৮৬

তারিখঃ ৬/০৭/২০১৯ খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হ'ল (জেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
(নোটিশটি পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অয়েবসাইটে প্রকাশ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার ই-মেইলে প্রেরণ এবং তাঁর সর্বশেষ জ্ঞাত কর্মস্থল, বাসস্থান ও স্থায়ী ঠিকানায় রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে প্রেরণপূর্বক (যদি বিলি না হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে সর্বশেষ জ্ঞাত কর্মস্থল, বাসস্থান ও স্থায়ী ঠিকানায় লটকায়ে জারিকরণপূর্বক ফেরতখামসহ) তার প্রতিবেদন অত্র বিভাগে প্রেরণের অনুরোধসহ)।

২। পরিচালক (প্রশাসন), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
(তথ্যটি রেজিষ্টার/কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য অনুরোধ করা হ'ল)।

৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪। উপ-পরিচালক, জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, ক্ষেতলাল. জয়পুরহাট।

৫। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(নোটিশটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং সম্ভব হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ই-মেইলে প্রেরণপূর্বক প্রতিবেদন অত্র শাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল)।

০৬/০৭/১৯

(মোহাম্মদ আলী)
সহকারী সচিব
ফোন-৯৫৪৫৬৬৭

অভিযোগ বিবরণী

জনাব বকুল কুমার রায়, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে যে, গত ২৫ জুলাই ২০১৮খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত জয়পুরহাট জেলার ক্ষেতলাল উপজেলার বড়াইল ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন-২০১৮ এর ৫নং ভোট কেন্দ্র হিন্দা উচ্চ বিদ্যালয়ে তাকে প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয় । উক্ত নির্বাচনে তিনি অন্যান্য পদসহ ০৫নং সাধারণ ওয়ার্ডের ভোট গণনার বিবরণী (ফরম-ঞ-২) ভোট কেন্দ্রে প্রকাশ করেন। এর ভিত্তিতে রিটানিং অফিসার কর্তৃক ফলাফল নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করা হয় । কিন্তু নির্বাচনের ৪দিন পর অর্থাৎ ২৯ জুলাই ২০১৮ তারিখে তিনি রিটার্নিং অফিসার বরাবর লিখিত আবেদনে জানান যে, ভোট গ্রহণ শেষে সাধারণ আসনের সদস্য পদের ফলাফলের মৌখিক ঘোষণা এবং লিখিত ফলাফলের মধ্যে ত্রুটি হয়ে যায়। তিনি ভোট গণনার বিবরণী (ফরম-ঞ-২)তে ভুল তথ্য প্রদান করেছেন অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে মোরগ মার্কা ৬৬৩টি এবং ফুটবল মার্কা ৬৫৬টি ভোট পেয়েছে মর্মে নির্বাচন কেন্দ্রে তিনি মৌখিক ঘোষণা প্রদান করেছেন। কিন্তু তিনি ভোট গণনার বিবরণী (ফরম-ঞ-২)-তে মোরগ মার্কা ৬৫৬টি এবং ফুটবল মার্কা ৬৬৩টি ভোট পেয়েছে মর্মে লিপিবদ্ধ করে রিটানিং অফিসারের কার্যালয়ে দাখিল করেছেন ।

তিনি প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে নির্বাচনি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে চরম অবহেলার পরিচয় দিয়েছেন।

তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে এবং 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮'-এর বিধি-৩ এর দফা (খ) মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" হিসেবে গণ্য; যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

০৩/৭/১৮

(শেখ ইউসুফ হারুন)
সচিব